রাজকৃষ্ণ। হাঁ নবীন—নবীন মিত্তির—শুনছি ছোকরা খৃষ্টান হয়ে যিশু ভজ্‌ছে। চেন নাকি তাকে? মিশোনা ও সব নবীন ফবিনের সঙ্গে—অতি বদ্ ছোকরা ওসব।

উত্তেজিতভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন

গৌর। আজ্ঞে না—আমি ত মিশি না ওর সঙ্গে—

রাজকৃষ্ণ। না মিশো না—খবরদার মিশো না—এই ফিরিঙ্গি ব্যাটারা এদেশে সুক্ষণে এসেছে কি কুক্ষণে এসেছে নারায়ণই জানেন!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খিদিরপুরের রাজনারায়ণ বাবু আইচেন—দেখা করবার লেগে---

রাজকৃষ্ণ—তাই নাকি?—ডেকে নিয়ে এস—

ভৃত্য চলিয়া গেল

হঠাৎ রাজনারায়ণ এল কেন এ সময়!

রাজনারায়ণ দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি

রাজকৃষ্ণ। এস ভায়া এস—খবর সব কুশল ত?

রাজনারায়ণ। মধু এখানে এসেছে?

রাজকৃষ্ণ। না—গৌরদাস মধু এসেছে নাকি?

গৌরদাসের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন

গৌরদাস। না—

রাজনারায়ণ। আসে নি? কোথা গেল তবে!

রাজকৃষ্ণ। বস, বস দাঁড়িয়ে রইলে কেন! বস। মধু ত আসে নি!

রাজনারায়ণ হতাশভাবে একটা চেয়ারে
বসিয়া পড়িলেন

রাজনারায়ণ। আসে নি? আমি আশা করেছিলাম এখানেই পাব তাকে!

রাজকৃষ্ণ। ব্যাপার কি বল ত!

রাজনারায়ণ। মধু কোথা চলে গেছে কোন খবরই পাচ্ছি না—

রাজকৃষ্ণ। চলে গেছে?

রাজনারায়ণ। কাল থেকে সে বাড়ী যায় নি। তোমার ছেলে গৌরদাসের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব, ভাবলাম সে হয়ত কোন খবর দিতে পারবে। কিন্তু তোমরা কিছুই জানো না দেখছি।

গৌরদাস। আমি ত কিচ্ছু জানি না—মধু কাল থেকে কলেজেও যায় নি!

সকলেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন

রাজকৃষ্ণ। এ ত বড় বিষম খবর আনলে তুমি। এখন উপায়?

গৌরদাস। দেখি একটু খোঁজ করে—দেখি গিরীশের কাছে যদি কোন খবর পাই—

রাজনারায়ণ। বঙ্কু, ভোলানাথ, ভূদেব এরাও ওর খুব বন্ধু। হয়ত ওদের কারো কাছে খবর পাওয়া যেতে পারে।

গৌরদাস। আপনি বসুন—আমি গিরীশের কাছে দেখি আগে—

চলিয়া গেলেন

রাজকৃষ্ণ। তামাক খাও—ওরে কায়স্থের হুঁকোটা নিয়ে আয়—

রাজনারায়ণ। থাক্—তামাক খাব না—

রাজকৃষ্ণ। ও, তুমি বুঝি বার্ডসাই খাও! বার্ডসাই খেয়ে দেখেছিলাম সেদিন। ও সব পোষায় না ভায়া আমার—

রাজনারায়ণ। না কিছু খাব না এখন—ভারি দুশ্চিন্তা হয়েছে—কোথায় গেল যে ছেলেটা!

রাজকৃষ্ণ। দুশ্চিন্তা ত হবেই! হঠাৎ মধুর অন্তর্দ্ধানের কারণটা কি অনুমান কর? তার বিবাহ ত স্থির হয়েছে শুনলাম—

রাজনারায়ণ। ঐ বিবাহ নিয়েই যত গোলমাল। মধু কিছুতেই বিবাহ করবে না—অথচ সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এ কি রকম আব্দার বল দেখি।

রাজকৃষ্ণ নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করিলেন ও তাহার পর কথা কহিলেন

রাজকৃষ্ণ। আজকালকার এই কলেজের ছোকরারা বড় বেশী স্বাধীন হয়ে পড়েছে ভায়া। একগাদা টাকার শ্রাদ্ধ করে কি শিক্ষাই যে ছেলেরা আজকাল পাচ্ছেন তা আর কহতব্য নয়। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) ওই কেষ্ট বন্দ্যো—রামগোপাল ঘোষ—ওদের কি শিক্ষিত বল তুমি?

রাজনারায়ণ। শিক্ষিত বই কি।

রাজকৃষ্ণ। বিশ্বাস করি না আমি! যত সব আচারভ্রষ্ট কুলাঙ্গার। মানুষ ত নয় মদের পিপে এক একটি!

রাজনারায়ণ। (সহাস্যে) কালের গতিকে রোধ করবার কারো সাধ্য নেই। ভাল কথা, রামগোপাল ঘোষ জর্জ টমসনের সঙ্গে জুটে খুব বক্তৃতা করছে আজকাল—শুনেছ তার বক্তৃতা? বক্তৃতা ভালই দেয়!

রাজকৃষ্ণ। ফৌজদারি বালাখানায় বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি—না কি একটা হবে শুনছি! ব্যাপারটা কি হে! হবে কি সেখানে?

রাজনারায়ণ। রাজনীতির আলোচনা! টম্‌সন সায়েবের লেকচার শুনেছ?

রাজকৃষ্ণ। শুনেছি—লোকটা বাগ্মী বটে—

রাজনারায়ণ। নিশ্চয়! দ্বারকা নাথ ঠাকুর জর্জ টমসনকে এদেশে এনে এদেশের মহা উপকার করেছেন। এ রকম বক্তৃতা এদেশে কেউ কখনও শোনে নি—

রাজকৃষ্ণ। তা বটে—চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌সন ত একেবারে মেতে উঠেছে—

রাজনারায়ণ। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কি লিখেছে দেখেছ? যেন ঘন ঘন কামানের ধ্বনি হচ্চে! কামানের ধ্বনিই বটে! (সহসা) কিন্তু গৌর ত এখনও ফিরল না ভাই। মনটা ভারি উতলা হয়ে উঠেছে। আমার সহধর্ম্মিণী ত অন্নজল ত্যাগ করেছেন।

রাজকৃষ্ণ। ভাই, রাগ যদি না কর একটা কথা বলি তোমায়—

রাজনারায়ণ। কি কথা? বল, রাগ করব কেন?

রাজকৃষ্ণ। দেখ, তোমরাই অপরিমিত আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছ। তুমি যথেষ্ট উপার্জ্জন কর—শহরের একজন সম্ভ্রান্ত লোক—সবই ঠিক। তোমার ছেলেও খুব প্রতিভাশালী ছেলে, এ অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু অতি বর্ষণে ভাল ফসল যেমন নষ্ট হয়ে যায় অত্যধিক আদরে ভাল ছেলেও তেমনি বিগ্‌ড়ে যায়। ছেলেদের হাতে বেশী কাঁচা পয়সা দেওয়াটা ঠিক নয়—বুঝলে—দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে—

রাজনারায়ণ। তুমি ঠিকই বলেছ—কিন্তু কি করি বল। আমার গৃহিণীই ভাই যত নষ্টের মূল। আর দেখ তুমি বন্ধু লোক তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই—গৃহিণী সম্বন্ধে আমার একটু দুর্ব্বলতা আছে। তার বিরুদ্ধে কোন কিছু করা আমার পক্ষে

সহজ নয়। তিনিই আদর দিয়ে দিয়ে মধুর সর্ব্বনাশটা করেছেন! বিশেষ আমার দুটি ছেলে প্রসন্ন আর মহেন্দ্র মারা যাবার পর মধুই হয়েছে তার নয়নের মণি। আমিও যে তাকে প্রশ্রয় দিই নি তা নয়—মানে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর সহসা বলিলেন

I mean he is my only son. গৌর এখনও ফিরছে না কেন বল ত! গিরীশ কে?

রাজকৃষ্ণ। গিরীশ ঘোষ বলে কে একজন ওদের বন্ধু আছে। আজকাল ধর্ম্মের ভেকধারী নানারকম ছেলে-ধরা শহরে আছে কি না—সেই জন্যেই দুশ্চিন্তা। (কিয়ৎকাল পরে) এদিকে ক্রিশ্চান মিশনারী—ওদিকে আবার ঠাকুর-বাড়ীর 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রতাপ! তত্ত্ববোধিনী সভা—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও বেরুলো শেষকালে। তত্ত্ব না বুঝিয়ে আর ছাড়বে না। দ্বারিক ঠাকুরের ছেলে দেবেন ঠাকুর শেষকালে স-পারিষদ ব্রাহ্ম সমাজে ঢুকে পড়ল হে। রামমোহন আর ডিরোজিও ডোবালে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে। এখন দেখ তোমার ছেলে গিয়ে কোন দলে ভিড়ল কিনা—

গৌরদাস প্রবেশ করিলেন। তাহার মুখ শুষ্ক

গৌরদাস। শুনলাম মধুকে নাকি পাদ্রিরা নিয়ে গেছে—খৃষ্টান করবে!

রাজনারায়ণ বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিলেন

রাজনারায়ণ। খৃষ্টান করবে!

রাজকৃষ্ণ। দেখ! নিশ্চয়ই ওই কেষ্ট বন্দ্যো আছে এর ভেতর এ কেষ্ট বন্দ্যো না হয়ে যায় না। সাংঘাতিক লোক! কিছুদিন আগে 'চন্দ্রিকা-প্রকাশে' বেরিয়েছিল মনে নেই? কার এক ছেলেকে ভুলিয়ে গাড়ী করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল! উঃ এ যে ভীষণ ব্যাপার হয়ে উঠল ক্রমে! ছেলে-ধরা হয়ে দাঁড়াল।

রাজনারায়ণ দত্তের মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল

রাজনারায়ণ। আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে খৃষ্টান করবে! স্পর্দ্ধা ত কম নয়! খুন করে ফেলব সব—রাজনারায়ণ মুন্সিকে চেনে না ব্যাটারা! লেঠেল আর শড়কিওয়ালা এনে আগুন ছুটিয়ে দেব। দেখি ত ব্যাটাদের কতদূর হিক্‌মৎ। এস ত আমার সঙ্গে গৌর—কোথায় খবর পেলে তুমি—

গৌর। চলুন।

রাজনারায়ণ ও গৌর বাহির হইয়া গেলেন

রাজকৃষ্ণ। তুমি আবার ফিরে এসো এখুনি।

গৌর। (নেপথ্য হইতে) আসছি—

তৃতীয় দৃশ্য

গোলদীঘি। দূরে এক ক্রিশ্চান পাদরি দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন এবং অনেক লোক ভীড় করিয়া তাহা শুনিতেছে। বক্তৃতা বিশেষ বোঝা যাইতেছে না—কিন্তু বক্তৃতার অদ্ভুত বাঙলা একটু আধটু শোনা যাইতেছে। ভীড় হইতে বেশ কিছু দূরে হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র—বঙ্কু, ভোলানাথ, রাজনারায়ণ, ভূদেব একটা ফাঁকা জায়গায় বসিয়া জটলা করিতেছেন। অধিকাংশই ১৭।১৮ বৎসরের যুবক। পরিচ্ছদ নানা রকম। কাহারও পরিধানে ধুতি—কেহ ইজার চাপকান পরিধান করিয়া রহিয়াছেন—কাহারও বা সাহেবি পোষাক। দুই একজনের হাতে জ্বলন্ত সিগারেটও রহিয়াছে। ইঁহারা পাদরির বক্তৃতায় মোটেই মনোযোগী নহেন

ভূদেব। My God—রিচার্ডসন আজ কি চমৎকার শেক্‌সপীয়রই পড়ছিল!—অদ্ভুত। মধুর জন্যে মন কেমন করছিল—সে শুনলে আত্মহারা হয়ে যেত। আচ্ছা, মধু কদিন থেকে কলেজে আসছে না কেন? যে গুজবটা শুনছি সত্যি নাকি—মধু নাকি ক্রিশ্চান হবে?

বঙ্কু। কিছুই অসম্ভব নয় তার পক্ষে—

ভোলানাথ। ইংরেজেরা আফগানিস্থানের লড়ায়ে জিতেছে—General Pollock has planted the British flag on

Bala Hissar. These British people will conquer the best of us—মধুসূদন ক্রিশ্চান হয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি !

রাজনারায়ণ। মধুর সঙ্গে অবশ্য তেমন ভাব নেই আমার—কিন্তু শুনেছি ইংলণ্ডে যাবার ওর ভয়ানক ইচ্ছে—কোন পাদরি ওকে যদি বিলেত নিয়ে যাবে আশা দেয়—he will jump at it.

একটি খবরের কাগজ খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন

বঙ্কু। ইংলণ্ড কেন—এই ভারতবর্ষেই খৃষ্টধর্ম্ম বরণ করবার স্বপক্ষে ওর প্রবল যুক্তি রয়েছে—lovely Miss Banerji !

ভূদেব। আচ্ছা, এ গুজবটা কি সত্যি ?

বঙ্কু। সকলেই ত জানে—

ভোলানাথ। আরে মধু হ'ল রিচার্ডসন্ সায়েবের প্রিয়তম ছাত্র—তার হাতের লেখাটা পর্য্যন্ত নকল করতে চায়। এ বিষয়েও সে যে তাঁর অনুকরণ করবে আশ্চর্য্য কি ? শুনেছ ত ক্যাপ্টেন সায়েবের কাণ্ড কারখানা !

হাস্য

ভূদেব। আমি সেদিনের কথাটা ভাবছি—

বঙ্কু। কি কথা—?

ভূদেব। সেই যে মধু ফিরিঙ্গির মত চুল ছেঁটে এসে আমাকে দেখিয়ে বললে যে এর জন্য এক মোহর ব্যয় হয়েছে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বললাম যে তুমি একজন জিনিয়াস্—তুমি যদি পাঁচচূড়ো সাতচূড়ো কি ন'চূড়ো কেটে আসতে নতুন কিছু হ'ত একটা। কিন্তু ফিরিঙ্গিদের নকল করা তোমার মত প্রতিভাবান লোকের সাজে না। আমার কথাটা শুনে মধু যেন একটু বিরক্ত হল।

ও যে ফিরিঙ্গি মহলে পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে তাত জানতাম না তখন আমি—

হাসিলেন

বঙ্কু। তুমি নিজে বামুন পণ্ডিতের ছেলে কি না—তাই তোমার মধুর চুল-ছাঁটা খারাপ লেগেছে। যাই বল—ওরকম চুল ছেঁটে আর সায়েবি পোষাকে মধুকে ভারি মানিয়েছিল!

ভূদেব। কি জানি—tastes differ—সে যাই হোক কিন্তু মধু ক্রিশ্চান হলে বড় অন্যায় হবে। সে তার বাপের একমাত্র ছেলে—তার এসব না করাই উচিত।

বঙ্কু। Why not? Tell me—why not? The recent French Revolution in Europe has taught us equality—freedom of thought and many other things.

ভূদেব। But, my dear fellow, that is not the most recent thing—the most recent moral power in Europe is Prince Metternich. He believes in sovereignty.

বঙ্কু। I wish Modhu were present here to silence you, Bhudeb. He alone can tackle you. রাজনারায়ণ তুমি একটু চেষ্টা কর না—you are good at history—কি পড়ছ' তুমি ওটা?

রাজনারায়ণ। বেঙ্গল স্পেকটেটার—

ভোলানাথ। It has become a fine paper. Is it not Modern Bengal speaking? Ram Gopal Ghose Peari Chand Mitra are really men of talents.

রাজনারায়ণ। (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) এই যে আমাদের মধুময় গৌরদাস আসছেন—মধুর খবর কিছু পাওয়া যাবে।

গৌরদাস বসাক ও সহপাঠী হরি প্রবেশ করিলেন

গৌরদাস। খবর শুনেছ ?

রাজনারায়ণ। সেইজন্যেই ত উদ্‌গ্রীব রয়েছি।

হরি। সবাই যখন জোটা গেছে—দাঁড়াও কিছু নিয়ে আসি।

চলিয়া গেলেন

গৌরদাস। মধু ক্রিশ্চান হচ্ছে।

ভূদেব। যা গুজব রটেছে সত্যি তাহলে ?

গৌরদাস। বর্ণে বর্ণে—it has passed the stage of গুজব now. সে পাদরিদের বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা নিয়েছে।

ভোলানাথ। আড্ডা নিয়েছে ? This is something new.

বঙ্কু। And fits Modhu admirably.

হরি নামক যুবকটি এক বোতল মদ, কয়েকটি ভাঁড় ও কিছু শিককাবাব লইয়া প্রবেশ করিলেন

ভূদেব ব্যতীত আর সকলেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন

ভোলানাথ। That's right. This was wanting.

বঙ্কু। হরি রসিক লোক—এ না হ'লে আড্ডা জমে! এস সব বসা যাক—গোল হয়ে ব'স সব—মাঝখানে রাখ এগুলো। ভূদেব, এস না হে!

ভূদেব। না ভাই—please excuse me—তোমরা খাও—আমি দেখি।

সকলে গোল হইয়া বসিলেন ও শিককাবাব সহযোগে মদ্যপান চলিতে লাগিল

বঙ্কু। Let us drink to Modhu first—the absent genius.

ভূদেব। গৌর—মধু পাদ্রির ওখানে আড্ডা নিয়েছে—এর মানে কি ?

রাজনারায়ণ। হ্যাঁ সব খুলে বল দিকি—কোন্ পাদ্‌রি ? ডফ্, ডলট্রি, না ব্যানার্জি ?

গৌর। Details ঠিক জানি না ভাই। মধুর বাবা কিন্তু ভয়ানক ক্ষেপে গেছেন।

রাজনারায়ণ। মানে ?

গৌরদাস। তিনি নাকি লাঠিয়াল, শড়কি-ওলা সব আনিয়েছেন মধুকে পাদ্রির হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে।

ভূদেব। I wish he would be successful.

বঙ্কু। Tell me—why do you wish this ? হরি তুমি সবটা খেয়ো না—বাঃ—

হরির হাত হইতে খানিকটা মাংস কাড়িয়া মুখে পূরিলেন

রাজনারায়ণ। হরি হচ্ছে নীরব কর্ম্মী—কথাটি কইছে না—কাজ করে যাচ্ছে খালি।

হরি একটু হাসিয়া এক চুমুক মদ্যপান করিলেন

বঙ্কু। ভূদেব—কথার জবাব দিলে না যে! Tell me why do you wish that Modhu should not be Christian.

ভূদেব। কারণ মধুর মত রত্ন আমরা হারাতে প্রস্তুত নই।

বঙ্কু। হারাতে মানে ? রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুয্যে কি হারিয়ে গেছেন ? মহেশ ঘোষ কি হারিয়ে গেছেন ? দেবেন ঠাকুর ক্রিশ্চান না হোন ব্রাহ্ম হয়েছেন তিনি কি হারিয়ে গেছেন ? What do you mean by হারাতে প্রস্তুত নই ! We are all

cowards—মধুর মত বুকের পাটা থাকলে আমরা সবাই ক্রিশ্চান হতুম !

ভোলানাথ। (একপাত্র পান করিয়া) Your views are narrow my dear Bhudeb—I must say.

রাজনারায়ণ। ক্রিশ্চান হওয়াটা অবশ্য প্রাণের ভেতর থেকে সমর্থন করি না কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বলতে যা বোঝায় তাতেও কোন ভদ্রলোক টিঁকতে পারে না !

ভোলানাথ। তাই বুঝি মশায়ের ব্রাহ্মসমাজে আজকাল গতিবিধি হচ্ছে !

ভূদেব কিছু না বলিয়া বিমর্ষমুখে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন

গৌরদাস। আমি তর্ক করতে পারব না ভাই—আমার কিন্তু ভারি খারাপ লাগছে—আমার কান্না পাচ্ছে।

বঙ্কু। Here comes the good Macduff—I mean গিরীশ।

গিরীশ ঘোষের প্রবেশ

গিরীশ। ওহে, খবর শুনেছ ? মধু—

বঙ্কু। (তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া) খৃষ্টান হয়ে গেছে—এই ত ?

গিরীশ। গেছে কি না ঠিক জানি না—তবে হবে এটা ঠিক !

বঙ্কু। Old news my boy—এ সব শুনেছি আমরা—এই নাও একপাত্র নাও, টেনে নতুন যদি কিছু বলতে পারো বল !

গিরীশ উপবেশন করিলেন

গৌরদাস। শুনেছিস মধুর বাবা নাকি লাঠিয়াল, শড়কিওলা আনিয়েছেন—পাদরিদের হাত থেকে মধুকে ছিনিয়ে নেবেন। শহরের অনেক বড়লোক নাকি সাহায্য করবেন বলেছেন—

গিরীশ। কিছু হবে না। আমার মামাও ত রাজনারায়ণ বাবুকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আজ সকালে আমাদের বাড়ীতে এই নিয়ে আলোচনা হচ্চে এমন সময় রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুয্যে এসে হাজির—

বঙ্কু। কেষ্ট বন্দ্যো কি মধুকে জামাই করে ফেলেছে অল্‌রেডি ?

গিরীশ। আরে না—শোন না। তিনি বললেন লাঠিয়াল শড়কিওলার কর্ম্ম নয়। মধু খৃষ্টান হওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে ! সে খোকাও নয় বোকাও নয় যে পাদ্‌রিরা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে। সে নিজেই Lord Bishopএর কাছে অনুরোধ করে কেল্লাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে—I mean ফোর্ট উইলিয়ম্। ব্রিগেডিয়ার পাউনির বাড়ীতে তারই রক্ষণাবেক্ষণে সে আছে—যাতে কেউ তার অঙ্গস্পর্শ করতে না পারে ! সে কি সোজা ছেলে !

বঙ্কু। I admire him—

গৌরদাস। এ কি সত্যি ?

গিরীশ। রেভারেণ্ড বাঁড়ুয্যে বললেন স্বকর্ণে আমি শুনেছি—

গৌরদাস। চল যাই—দেখা করে আসি।

গিরীশ। সেখানে ঢুকতে দেবে কি আমাদের ?

বঙ্কু। পাগল হয়েছ ? ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবে। তার চেয়ে চল বাবা—বুল্‌বুলির লড়াই হচ্ছে দেখি গে—

ভোলানাথ। পেনিটির বাগানে ভাল বাচ খেলাও আছে আজ। কেল্লায় গিয়ে গোরার গুঁতো খাওয়ার চেয়ে—বাচ খেলা দেখা ঢের লি। তোমরা যাও ত চল—বাণীও যাবে বলেছে !

রাজনারায়ণ। কেল্লায় গিয়ে কোন লাভ নেই—প্রথমত ঢুকতেই দেবে না—secondly, it will be useless to argue with Modhu. He will not listen to reasons.

গৌরদাস। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি!

ভূদেব। Of course. চল আমি যাব।

উঠিয়া পড়িলেন

গৌরদাস ও ভূদেব চলিয়া গেলেন। বাকী সকলে বসিয়া জটলা করিতে লাগিলেন। তখনও দূরে অদম্য অধ্যবসায় সহকারে হাস্যকর ভাষায় পাদ্‌রি তাঁহার বক্তৃতা চালাইতেছেন

গিরীশ। আমিও যাই—

চলিয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর। রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী। রাজনারায়ণ উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছেন—জাহ্নবী রোরুদ্যমানা।

রাজনারায়ণ। এখন আর কাঁদলে কি হবে! আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেকে মাথায় চড়িয়েছিলে—ছেলে এখন সেই মাথায় লাথি মেরে চলে গেল। উঃ রামকমলের পরামর্শে কি কুক্ষণেই যে তোমাদের খিদিরপুরে এনেছিলাম—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল আমার। (উচ্চৈঃস্বরে) প্যারি—প্যারি—

জাহ্নবী। প্যারি নেই, তাকে পাঠিয়েছি এক জায়গায়।

রাজনারায়ণ। কোথায় পাঠালে তাকে? রোঘো রোঘো—

রঘু নামক ভৃত্যের প্রবেশ

রঘু। কি বলছেন হুজুর।

রাজনারায়ণ। বৈঠকখানায় মুহুরিকে জিগ্যেস্ করে' আয় যে যশোর থেকে কুঞ্জ গোমস্তা ফিরেছে কি না! শালাদের দেখাচ্ছি আমি!

রঘুর প্রস্থান

জাহ্নবী। আমার একটা কথা রাখবে?

রাজনারায়ণ। কি কথা?

জাহ্নবী। এ নিয়ে আর একটা অনর্থ বাধিয়ো না তুমি। তোমার দিশি লাঠি-ওলা কি কেল্লার গোরাদের সঙ্গে পারবে?

রাজনারায়ণ। তুমি বল কি! বাঙ্‌লা দেশে লাঠির এখনও এত শক্তি আছে যে বন্দুক তার কাছে হার মেনে যাবে! আর

তুমি কি মনে কর বন্দুক আমার নেই ?—না, জোগাড় করতে পারি না ? আগুন ছুটিয়ে দেব দেখো তুমি ! বাঘের বাচ্ছা কেড়ে নিয়ে যাওয়া বরং সোজা, কিন্তু আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত। সে কথা বুঝিয়ে দিতে হবে ব্যাটাদের ! রোঘো—রোঘো—

রঘুর পুনঃ প্রবেশ

রঘু। কুঞ্জ গোমস্তা ফিরেছেন—লেটেলরা সব এসেছে।

রাজনারায়ণ। যা তুই—বসতে বল—যাচ্ছি আমি।

রঘুর প্রস্থান

জাহ্নবী। (কম্পিতকণ্ঠে) আমার ভয় খালি মধুর জন্যে। মধু ত এখন ওদেরই আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে—ওদের সঙ্গে চটাচটি করলে ওরা যদি বাছার কোন অনিষ্ট করে। ওরা সব পারে—এক নীলকর সায়েব আমাদের গাঁয়ের একজনকে পুড়িয়ে মেরেছিল।

রাজনারায়ণ। (রাগতকণ্ঠে) তাহলে কি করতে বল তুমি !

জাহ্নবী। আমি বলি ওদের বুঝিয়ে সুজিয়ে মধুকে ফিরিয়ে আনা যায় না ?

রাজনারায়ণ। বুঝিয়ে সুজিয়ে ! আর্কডিকন্ ডলট্রি আর ব্রিগে-ডিয়ার পাউনি কি তোমার পদি-পিসি না শান্তমাসী যে বুঝিয়ে সুজিয়ে বললেই বুঝে যাবে ? ওরা একমাত্র যুক্তি বোঝে যার নাম বাহু-বল !

জাহ্নবী। একবার দেখ না তুমি চেষ্টা করে—

রাজনারায়ণ। সে আমি পারব না ! ওই ফিরিঙ্গি পাদরি ব্যাটাদের কাছে হাতজোড় করে আমি বলতে পারব না যে আমার ছেলেকে তোমরা ফিরিয়ে দাও দয়া করে ! এ অসম্ভব আমার পক্ষে !

জাহ্নবী। (সহসা রাজনারায়ণের পায়ে ধরিয়া) ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার ছেলেকে তুমি ভালয় ভালয় ফিরিয়ে এনে দাও! রাগ কোরো না আমার ওপর—আমার মনের ভেতর কি হচ্ছে যদি বুঝতে পারতে তাহলে তুমি রাগ করতে না। প্রসন্নকে হারিয়েছি, মহেন্দ্রকে হারিয়েছি—শেষকালে কি মধুকেও হারাব!

রাজনারায়ণ। (সহসা দ্রবীভূত হইলেন) ওঠ—ওঠ—কি করছ! তুমি কি মনে কর মধু তোমারই ছেলে? সে আমার ছেলে নয়? ভুলে যাচ্ছ কেন মধু আমারও একমাত্র ছেলে—একমাত্র বংশধর। দেখি দাঁড়াও—মানে লেটেলরা—বড় মুস্কিলে ফেল্লে দেখ্‌ছি তুমি—

উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। তাহার পর হঠাৎ বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরের দিকে একটি ভিখারিণীর গান শোনা যাইতে লাগিল। একজন দাসী আসিয়া প্রবেশ করিল

দাসী। গুপ্তকবির গান গাইতে পারে সেই ভিকিরি মাগি এসেছে মা! সেই যে সেদিন বলছিলাম যার কথা—তুমি ডেকে আনতে বলেছিলে মনে নেই? ডাকব ওকে? তুমি অমন করে মন গুমরে থেকো না মা, তাতে ছেলের আরও অকল্যেণ হবে। ছেলে তোমার ঠিক ফিরে আসবে দেখো—। ডেকে আনি কেমন? একটু গান শোন—মন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জাহ্নবী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাসী চলিয়া গেল ও ভিখারিণীর সহিত পুনরায় প্রবেশ করিল

ভিখারিণী। জয় হোক মা—

দাসী। ভাল দেখে একটা গান গা দেখি; গুপ্তকবির সেই আগমনীটা গা—

ভিখারিণী খঞ্জুনি বাজাইয়া সুরু করিল

পুরবাসী বলে রাণী তোর হারা তারা এলো ওই
অমনি পাগলিনী প্রায় এলোকেশে ধায়
বলে, কই আমার উমা কই।
স্নেহে রাণী বলে আমার উমা কি এলে
একবার আয় মা আয় গো করি কোলে
অমনি দুবাহু পসারি মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কেঁদে মায়েরে বলে
হ্যাদে ও পাষাণি, কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলি
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা, মায়া কি পাসরিলি
কৈলাসেতে সবাই বলে উমা তোর কি মা নাই
অমনি সরমে মরে যাই
আমি বলি আমার পিতে এসেছিলেন নিতে
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে।

জাহ্নবী। ওকে চারটি ভিক্ষে দিয়ে দে!

দাসী ও ভিখারিণীর প্রস্থান ও তৎপরে রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীচরণের প্রবেশ

জাহ্নবী। (সাগ্রহে) কি খবর বাবা!

প্যারীচরণ। আমরা অনেক কষ্টে কেল্লায় ঢুকেছিলাম—মধু এলো না।

জাহ্নবী। এলো না? আমার কথা বলেছিলি?

প্যারীচরণ। সব বলেছিলাম। কত বোঝালাম তাকে—সে

কিছুতেই এল না। সেখানে ঢোকা কি সহজ ব্যাপার! আমাদের আগে গৌরদাসবাবু ভূদেববাবু গেছলেন—কিন্তু পাদ্রিরা মধুর সঙ্গে দেখাই করতে দেয় নি! ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল পর্য্যন্ত গেছলেন——তাঁকে পর্য্যন্ত ঢুকতে দেয় নি। ব্যাটারা কি কম পাজি! কাকাকে বল, ব্যাটাদের নামে ঠুকে দিক এক নম্বর!

জাহ্নবী। আমার কথা বলেছিলি তুই ভাল করে বুঝিয়ে?

প্যারীচরণ। বলি নি? অনেকবার বলেছি—সেখানে বেশী কথা কইবার কি যো আছে? গোরা পাহারা—পাদরি—গিজগিজ করছে!

জাহ্নবী। মধু এলো না—!

নিস্পন্দভাবে চাহিয়া রহিলেন

———

পঞ্চম দৃশ্য

ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের মধ্যে একটি কক্ষ। মধুসূদন সেই ঘরে একাকী পদচারণ করিতেছেন। তাঁহার হস্ত-দ্বয় পিছনে নিবদ্ধ—ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত। তাঁহার পরিধানে সাহেবী পোষাক—অর্থাৎ ঢিলা পায়জামা ও গরম ওভারকোট। খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া তিনি পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিলেন ও নিবিষ্টচিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। Dr. Corbyn—যাঁহার বাড়ীতে মধু অবস্থান করিতেছিলেন—তিনি আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

Dr. Corbyn। The friend who called the other day has come again. Do you like to see him ?

মধু। Who is he ?

Dr. Corbyn। Some Gourdas Bysak.

মধু। Is there anyone else ?

Dr Corbyn। No, he is alone.

মধু। Please bring him—or rather send him.

Dr. Corbyn। [হাসিয়া] All right.

Dr. Corbyn চলিয়া গেলেন ও একটু পরে গৌরদাস আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গৌরদাস আসিতেই মধু তাহাকে গিয়া জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন